OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 35*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 266 - 274*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 266 - 274*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848*

# নির্বাচিত কাহিনি অবলম্বনে আখ্যানের বাস্তব বিশ্ব ও সম্ভাব্য বিশ্বের তাৎপর্য বিশ্লেষণ

ড. পারমিতা দাস
স্বাধীন গবেষক
Email ID: paramitadas9832@gmail.com
0009-0002-6513-300X

***Received Date*** *30. 03. 2026*
***Selection Date*** *07. 04. 2026*

***Keyword***
*Actual World, Textual Actual World, Possible World, Feminism, Counterfactuality, Schema Refreshment, Nabaneeta Dev Sen, Fiction.*

***Abstract***

*This paper examines the significance of the real world and possible worlds in narrative, with particular reference to selected works of Nabaneeta Dev Sen. The possible worlds theory explores how narratives construct a 'textual actual world' alongside multiple 'non-actual' or alternative possible worlds. These non-actual worlds emerge from characters' beliefs, desires, intentions, moral commitments, expectations, and fantasies, as theorized by scholars such as Marie-Laure Ryan and Elina Semino.*

*Methodologically, the paper distinguishes between the realized events of a narrative (textual actual world) and unrealized yet imaginable alternatives (textual alternative possible worlds), which together constitute the 'text-universe'. The analysis focuses on how unrealized possibilities—embedded in characters' thoughts and desires—shape narrative meaning and reader response.*

*In the novels Phoenix and Dwiragaman, Dev Sen's narrative strategy involves the systematic non-realization of several possible worlds. Through the character of Bipasha in Phoenix, the study shows how unfulfilled desires—such as alternative life choices, emotional relationships, and maternal decisions—lead to the construction of a complex, independent, and intellectually accomplished female subject. Similarly, Rohini's development illustrates how neglect and emotional deprivation transform into self-reliance and creative achievement. In Dwiragaman, contrasting trajectories of characters like Srinanda and Manasi demonstrate how different responses to emotional and social pressures result in distinct actualized worlds, foregrounding themes of agency and choice. Across these texts, the suppression of certain possible worlds contributes to a feminist reconfiguration of narrative reality, emphasizing women's autonomy and self-determination.*

*The paper also analyzes Dev Sen's autobiographical stories, particularly those depicting a female-headed household after marital separation. Here, the textual actual world challenges dominant social assumptions about male absence and familial instability. Through a process of*

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 35*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 266 - 274*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

*'superimposition', the narrative world interacts with the reader's real-world knowledge, producing a 'schema refreshment' that reorients conventional perceptions. These stories demonstrate that alternative social realities—such as self-sufficient, all-female families—are not only imaginable but viable.*
*In conclusion, the paper argues that the interplay between actual and possible worlds innarrative is central to meaning-making. By selectively actualizing and suppressing possibilities, authors guide reader interpretation, reshape cognitive frameworks, and articulate broader ideological positions.*

## Discussion

**১. ভূমিকা –**

> "As a means of calculating the truth-value of a sentence, philosophers of language developed the notion of possible worlds. You might think that a sentence like 'The Allies defeated the Axis in the Second World War' is obviously true. However, it is only true in our actual world. The actual world is only one of a multitude of possible worlds which could provide a context for the sentence, and some of these possible worlds would alter the truth-value of that sentence. For example, in the Philip K. Dick novel The Man in the High Castle (and numerous other science-fiction stories), an imaginary world is presented in which Japan and Germany defeated the US and Britain. Within the possible world of that novel, the sentence above is false."[১]

আখ্যাননির্মাতা তাঁর একেকটি আখ্যানের বিষয়গত নিজস্ব দাবি অনুসারে ভাষা উপাদান, স্থান, কাল, ঘটনা, চরিত্র, কথনরীতি নির্বাচন করেন এবং আখ্যানের কাহিনি-বিশ্ব নির্মাণ করেন। এই যে বললাম "নির্বাচন করেন", এখানেই প্রশ্ন আসে –

- লেখক কোথা থেকে নির্বাচন করেন?
- যেখান থেকে নির্বাচন করেন, সেখানে আর কত সংখ্যক বিকল্প আছে?

উত্তর হল, অসংখ্য সম্ভাব্য বিশ্ব (possible world)-এর মধ্য থেকে একটিকে নির্বাচন করেন এবং সেই নির্বাচিত সম্ভাব্য বিশ্বই হয়ে ওঠে কোনো একটি উপন্যাস বা গল্পের কাহিনি-বিশ্ব (text-world)।

বর্তমান প্রবন্ধে বিবিধ দৃষ্টান্ত সহযোগে বিশ্লেষণ করা হবে, নবনীতা দেবসেনের আখ্যানে অবাস্তব বিশ্ব অর্থাৎ অবাস্তবায়িত সম্ভাব্য বিশ্ব ঠিক কীভাবে ধরা দিয়েছে এবং সেইসব সম্ভাব্য বিশ্ব বাস্তবায়িত না-হবার ফলে প্রাপ্ত কাহিনি বিশ্বের চরিত্ররা কতখানি উপকৃত বা অপকৃত হয়েছে। সেইসঙ্গে লেখিকার কিছু আত্মজীবনীমূলক গল্পকেও বিশ্লেষণের আলোকে রেখে দেখা হবে যে সেইসব গল্পের অন্তর্গত বাস্তব বিশ্ব পাঠকের কাছে কী জাতীয় আবেদন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে।

**২. পদ্ধতি** - সম্ভাব্য বিশ্ব অসীম সংখ্যক হতে পারে। তাই আখ্যানের কাহিনি-বিশ্ব নির্বাচনের বিকল্পও অসীম সংখ্যক। কারণ, অসীম সংখ্যক সম্ভাব্য ঘটনা, চরিত্র, স্থান, কাল, ভাষা উপাদান, কথনরীতির গাণিতিক সমবায় (combination) হতে পারে অসীম সংখ্যক।

প্রচুর সংখ্যক সম্ভাব্য বিশ্বের কথা বলা হলেও, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বিশ্লেষণের স্বার্থে বিশেষ এক জাতীয় সম্ভাব্য বিশ্বকে বেছে নেব। আমরা দেখব, বেশ কিছু সম্ভাব্য বিশ্ব উপন্যাসের চরিত্রদের ভাবনার জগতে থেকে গেছে, যেগুলো উপন্যাসে বাস্তবায়িত হয়নি। অথচ, সেইসব ভাবনা বা সেইসব সম্ভাব্য বিশ্ব কাহিনির সাপেক্ষে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কাহিনি-বিশ্বে (অর্থাৎ, উপন্যাসে) যা কিছু বাস্তবায়িত হয়েছে, সেই সবকিছু মিলিয়ে তৈরি হয় কাহিনির বাস্তব বিশ্ব (textual actual world)। আর যা কিছু বাস্তবায়িত হল না, কেবলমাত্র চরিত্রদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, কল্পনা, নৈতিকতা, বিশ্বাস, পরিকল্পনা হয়ে ভাবনার জগতে থেকে গেল, সেগুলি মিলিয়ে তৈরি হয় কাহিনির অবাস্তব বিশ্ব (non-actual world)। এই বাস্তব বিশ্ব এবং অবাস্তব বিশ্ব নিয়ে যেটা তৈরি হয়, তাকে ভাষাতাত্ত্বিক Elina Semino 'text-world' না-বলে 'text-universe' বলে চিহ্নিত করেছেন।[২] সুতরাং, বিষয়টি নিম্নরূপ –

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 35*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 266 - 274*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

- কাহিনির অন্তর্গত বাস্তব বিশ্ব = কাহিনি-বিশ্ব।
- কাহিনির অন্তর্গত বাস্তব বিশ্ব + কাহিনির অন্তর্গত অবাস্তব বিশ্ব = কাহিনি-মহাবিশ্ব।

রায়ান (Ryan) কাহিনির অন্তর্গত এই অবাস্তব বিশ্বকেই বলেছেন 'textual alternative possible worlds'।[৩] কারণ, যা কিছু বাস্তবায়িত হল না, সেগুলি যদি আখ্যানে রূপায়িত হত, তাহলে অন্য আরেকটি আখ্যানের জন্ম হতো। রায়ানের মতে, চরিত্রদের মনের ৬টি বিশেষ অবস্থা কাহিনির অন্তর্গত ওই অ-বাস্তবায়িত সম্ভাব্য বিশ্ব তৈরির জন্য দায়ী। এগুলি নিম্নরূপ –

beliefs (Knowledge worlds)
expectations (Prospective Extensions of Knowledge worlds)
plans (Intention worlds)
moral commitments and prohibitions (Obligation worlds)
wishes and desires (Wish worlds)
dreams or fantasies (Fantasy Universes)[৪]

**৩. বিশ্লেষণ –**

**৩. ১. নবনীতা দেবসেনের উপন্যাসে নিহিত সম্ভাব্য বিশ্বের অবাস্তবায়নের সার্থকতা :** আমাদের প্রত্যেকের বাস্তব জীবনে যেমন অনেকরকম ইচ্ছা, স্বপ্ন, পরিকল্পনা থাকে, যা আর কোনোদিনই বাস্তবায়িত হয় না, তেমনই প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেও চরিত্রদের এমন অনেক ইচ্ছা, স্বপ্ন থাকে, যেগুলো উদ্ভূত পরিস্থিতির চাপে শেষ পর্যন্ত চির-অধরা থেকে যায়। এইসব ইচ্ছা বা স্বপ্নগুলো যদি বাস্তবায়িত হত, তাহলে কাহিনির যে বাস্তব বিশ্ব পাওয়া যেতে পারত, সেইটিই হল বর্তমানে প্রাপ্ত কাহিনির অন্তর্গত সম্ভাব্য বিশ্ব। এখন এই যে এক বা একাধিক সংখ্যক সম্ভাব্য বিশ্ব কাহিনিতে বাস্তবায়িত হল না এবং এর ফলে কাহিনি অন্য পথে বাঁক নিল বলে পাঠক সম্পূর্ণ অন্যরকম একটি বাস্তব বিশ্ব প্রত্যক্ষ করলেন, এর মাধ্যমে ঔপন্যাসিক নবনীতা দেবসেন কীভাবে পাঠকের বোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন, আমরা তা বোঝার চেষ্টা করব।

**৩.১.১. 'ফিনিক্স' উপন্যাসে প্রাপ্ত সম্ভাব্য বিশ্ব ও বাস্তব বিশ্ব :** 'ফিনিক্স' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিপাশা এবং ঠিক তার পরেই দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র বিপাশার মেয়ে রোহিণী। সম্ভাব্য বিশ্বের ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকা বিপাশার অপূর্ণ ইচ্ছাগুলিকে তার জীবনের ধারাবাহিকতা অনুসারে পরপর প্রথমে দেখে নেওয়া যাক –

- **সম্ভাব্য বিশ্ব ১-এর ইঙ্গিত →**

"... নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কুড়ি বছর বয়স থেকে একা বিদেশে। নিজের ইচ্ছেমতো চললে সে মেয়ে তখন থাকত পশ্চিমবঙ্গের কোনও জেলে।"[৫]

**বাস্তব বিশ্ব →**

উক্ত সম্ভাব্য বিশ্ব বাস্তবায়িত না হয়ে যে বাস্তব বিশ্ব পাওয়া গেল, তাতে দেখা গেল, বিপাশা কেম্ব্রিজের এক নামী কলেজের ছাত্রী হয়েছে, যা ভবিষ্যতের স্বনামধন্য অধ্যাপক বিপাশা হয়ে ওঠার পথ প্রশস্ত করেছে।

- **সম্ভাব্য বিশ্ব ২-এর ইঙ্গিত →**

প্রথমবার বিদেশ থেকে কলকাতায় ফিরে বিপাশা কলকাতাতেই পাকাপাকিভাবে থাকতে চেয়েছিল এবং বাংলা ভাষার কবি হতে চেয়েছিল। তার জন্য নানাভাবে চেষ্টারও ত্রুটি রাখেনি।

**বাস্তব বিশ্ব →**

বাস্তবে দেখা গেল, "বিপাশাকে বুঝি কবি বলে মনেই করে না এরা কেউ।"[৬] বিপাশাও বুঝে নিয়েছে বাংলা ভাষার কবি হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সাফল্য আসবে না। তাই সাফল্যের পথ হিসেবে সে ইংরেজিকেই মাধ্যম করেছে এবং প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

- **সম্ভাব্য বিশ্ব ৩-এর ইঙ্গিত →**

জেল থেকে বেরিয়ে তুই দেখবি তোর বি ফিরে এসেছে তোর কাছে আগের মতো, কিন্তু আগের মতো নয়, আগের চেয়ে ভালো, আগের চেয়ে বড় মেয়ে হয়ে। তুই আমার ওপরে যতই রেগে থাকিস না কেন, আমি আদর করে সব রাগ তোর ভেঙে দেব।[৭]

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 35*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 266 - 274*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

**বাস্তব বিশ্ব →**

বাস্তবায়িত হয়নি বিপাশার তৃতীয় ইচ্ছেটাও। বিপাশা সমীরের জীবনে ফিরে আসতে চাইলেও, সমীর তাকে আগের মতো করে গ্রহণ করতে পারেনি। এর ফলে আশাহত বিপাশাকে পুনরায় চলে যেতে হয়েছে বিদেশেই। জীবনকে সে অন্য পথে প্রতিষ্ঠা দেবার কাজে মন দিয়েছে। পুরনো সবকিছুর মায়া কাটিয়ে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। শুধু তাই নয়, সমীরের থেকে পাওয়া আঘাতই তার সম্পর্কের একনিষ্ঠতার ধারণাকেই সমূলে উৎপাটন করে দিয়েছে। কোনো পুরুষকেই বিপাশা জীবনে স্থায়ী আসন দেয় না। অবশ্য বিপাশা নিজে তার এই বারবার প্রণয়ী বদলের প্রবণতা সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহী এবং গর্বিত।

- **সম্ভাব্য বিশ্ব ৪-এর ইঙ্গিত →**

মাতৃত্ব মানেই বন্ধন।
বন্ধন চায়নি বিপাশা।[৮]

এই ইচ্ছা পূরণ হলে, যে সম্ভাব্য বিশ্ব বাস্তব রূপ পেত, সেখানে বিপাশা হত মুক্ত বিহঙ্গের মতো পরিপূর্ণ স্বাধীন জীবনের অধিকারী।

**বাস্তব বিশ্ব →**

ভ্রূণ বিনষ্টির সর্বোচ্চ সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিপাশাকে মা হতে হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই মাতৃত্বের দায়ভার সে একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। আর পাঁচজন নারীর তুলনায় অনেক গুণ বেশি স্বাধীন জীবন যাপন করলেও মা হবার কারণে বিপাশা ভিতরে ভিতরে নিজেকে একটু কম কম স্বাধীন অনুভব করে। মাতৃস্নেহের প্রকাশও তার মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। এমনকি মেয়ের তেরো বছর হলে তাকে বিপাশা জানিয়ে দেয় যে আসলে সে মায়ের অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান। মেয়ের মনে কেমন প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা নিয়ে বিপাশা একটুও ভাবেনি। তবে উপন্যাসের শেষ লগ্নে গিয়ে মেয়ের প্রতি তার মাতৃসুলভ দুর্বলতার ক্ষণিক প্রকাশ লক্ষিত হয়।

এভাবে প্রতিটি সম্ভাব্য বিশ্বকে রূপায়িত হতে না-দিয়ে ঔপন্যাসিক কাহিনির যে বাস্তব বিশ্ব পাঠকের সামনে হাজির করেছেন, তাতে শেষ পর্যন্ত এক ভীষণরকম আত্মবিশ্বাসী, স্বাধীন, উচ্চশিক্ষিত, কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অ্যাকাডেমিক সমাজে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নারী নির্মিত হয়েছে। প্রতিটি সম্ভাব্য বিশ্বের ব্যর্থতাই এই নারীকে নির্মিত হতে ইন্ধন জুগিয়েছে। মাতৃত্বের ক্ষেত্রেও 'টিপিক্যাল ভারতীয় মায়ের পরাকাষ্ঠা' সে কোনোদিনই হয়নি বটে, তবে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আগের চেয়ে কিছুটা মাতৃত্ব অনুভব করেছে বৈকি।

এবার সম্ভাব্য বিশ্বের ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকা রোহিণীর অপূর্ণ ইচ্ছাকে দেখে নেওয়া যাক –

- **সম্ভাব্য বিশ্বের ইঙ্গিত →**

রোহিণী চেয়েছিল, তার বন্ধুদের মায়েদের মতো তার মা-ও তার প্রতি মনযোগী হোক, তার ব্যাপারে 'সেন্সিটিভ' হোক।

**বাস্তব বিশ্ব →**

যে বাস্তব বিশ্ব কাহিনিতে পাওয়া গেল, সেখানে দেখা গেল, রোহিণীর মা বিপাশা কোনও মূল্যেই চিরাচরিত মাতৃমূর্তি হয়নি। তার মায়ের অ্যাকাডেমিক জগতে অনেক কাজ। রোহিণী চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের কাছে থেকেও কোনোদিনই প্রথাগত অর্থে মায়ের স্নেহ পায়নি। সেইসঙ্গে দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ করেছে মায়ের যথেচ্ছ প্রণয়ী বদলের উদ্দাম স্বাধীন জীবন। একটা সময় মায়ের কাছ থেকেই জেনেছিল, সে আসলে মায়ের অনাকাঙ্ক্ষিত অবহেলিত সন্তান। তীব্র অভিমান আর মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে মায়ের ঘর ছেড়ে কিশোরী মেয়েটি চিরদিনের মতো চলে গিয়েছিল বিদেশে বাবার কাছে।

প্রাপ্ত বাস্তব বিশ্বের পরিণামে আমরা এমন এক রোহিণীকে পেলাম, যে স্বীয় প্রচেষ্টায় আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইন্সিনারেটরে ফেলে দেওয়া মায়ের অসম্পূর্ণ উপন্যাসকে সম্পূর্ণ ক'রে সেটিকে বিশ্ববাসীর কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছে সে। ছাইয়ের থেকে ফিনিক্স পাখির মতো সেই উপন্যাসটির জন্ম। ঠিক একইভাবে বলা যায়, রোহিণী নিজেই যেন এক ফিনিক্স। মায়ের অবাঞ্ছিত সন্তান সে, চিরদিন মায়ের দ্বারা অবহেলিত, তার মায়ের ভাষানুসারে 'লেজুড়'। সেই চিরকালের অমনোযোগ,

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 35*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 266 - 274*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

অনাকাঙ্ক্ষা, অবহেলার ছাইয়ের স্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখির মতোই আকস্মিক আত্মপ্রকাশের ঝলকানি এনে দিয়েছে রোহিণী। উপন্যাসে শোনা যায়, -

> "আজকে যে রোহিণী এতটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বভাবের হয়েছে, এমনকী কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে একা একা একটি শিশুসন্তানের দায়িত্ব নিয়ে ফেলল, এতে কি কোনওই ভূমিকা নেই বিপাশার?"[৯]

নিঃসন্দেহে ভূমিকা আছে। সেদিনের মায়ের অবহেলার ছাইয়ের স্তূপে মায়ের প্রবল স্বাধীনমনস্কতার ধিকি-ধিকি আগুন ছিল।

**৩.১.২. 'দ্বিরাগমন' উপন্যাসে প্রাপ্ত সম্ভাব্য বিশ্ব ও বাস্তব বিশ্ব :** 'দ্বিরাগমন' উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্র শ্রীনন্দা এবং মানসীকে ঘিরে দুরকম সম্ভাব্য বিশ্ব গড়ে উঠতে পারত। নিচে দেখানো হল –

- **শ্রীনন্দা কেন্দ্রিক সম্ভাব্য বিশ্বের ইঙ্গিত →**

স্বামী সুবীরের আকস্মিক মৃত্যুর পর থেকে শ্রীনন্দার পুনর্বিবাহ না-করে ল্যাবরেটরিতে নিজের গবেষণা নিয়ে ভুলে থাকার সংকল্প শ্রীনন্দার কথায় স্পষ্ট –

"আমার তো ভিতরে ভিতরে মৃত্যুক্ষত – এমনিতেই নিরন্তর রক্তক্ষরণ হয়। ল্যাব নিয়ে আমি সেটা ভুলে থাকতে চেয়েছিলাম।"[১০]

এই সংকল্প যদি শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হত, তবে আমরা কেবলমাত্র সারস্বত সাধনায় মগ্ন শ্রীনন্দাকে ঘিরে গড়ে ওঠা এক কাহিনি বিশ্ব পেতাম।

**প্রাপ্ত বাস্তব বিশ্ব →**

শ্রীনন্দাকে তার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর জনাথনের ধর্ষকামী উত্যক্ত কথাবার্তার সঙ্গে প্রতিনিয়ত মানসিকভাবে যুদ্ধ করতে হয়। সে ক্লান্তি বোধ করে। এই নিত্য মানসিক ক্লান্তি তাকে সংকল্পচ্যুত করে এবং একটি উপযুক্ত মানুষকে পুনর্বিবাহ করার ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে।

এবার মধ্যবয়স্কা মানসীকে কেন্দ্র ক'রে যে সম্ভাব্য বিশ্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সেটি দেখে নেওয়া যাক। তারপর উপন্যাসে উভয় প্রকার সম্ভাব্য ও বাস্তব বিশ্বের অবতারণার ফলাফল আলোচিত হবে।

- **মানসী কেন্দ্রিক সম্ভাব্য বিশ্বের ইঙ্গিত →**

মানসীর সাথে একটি রাত্রের আকস্মিক শারীরিক মিলনের পর নীলাঞ্জন নিজের ইচ্ছার কথা মানসীকে জানায় –

> "মানসীদি আমি চল্লিশ বছর ধরে একটি মেয়েকে ভালবেসেছি – তুমি সেই মেয়ে – আজ আমি তোমাকে পেয়েও হারাই কেমন করে? না মানসীদি, আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না ..."[১১]

**প্রাপ্ত বাস্তব বিশ্ব →**

মানসী নীলাঞ্জনের প্রস্তাবে রাজি হয়নি। সে ফিরে গেছে তার স্বামীর কাছেই।

একই উপন্যাসে দুই নারীর বিপরীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন হতে দেখা যায়। মানসী সাময়িক আবেগকে প্রশ্রয় না-দিয়ে সংযমী ব্যক্তিত্বের পরিচয় রেখেছে। অন্যদিকে ভিতরে ভিতরে শেষ হয়ে যেতে থাকা শ্রীনন্দা পুনর্বিবাহের সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন নতুন এক পুরুষকে জীবনে অভ্যর্থনা জানায়, তখনই তার দুঃখময় জীবনে আলোর প্রবেশদ্বার উন্মোচিত হয়।

বলা বাহুল্য, প্রতিটি উপন্যাসেই বিভিন্ন সম্ভাব্য বিশ্ব ও সেগুলিকে প্রতিহত ক'রে কাহিনির বাস্তব বিশ্ব প্রতিভাত হয়। কিন্তু আমরা মাত্র দুটি উপন্যাসের সম্ভাব্য ও বাস্তব বিশ্বের প্রয়োগ সার্থকতা বিশ্লেষণ করলাম। কারণ, এই দুটি উপন্যাসের সম্ভাব্য বিশ্বের বাস্তবায়নকে প্রতিহত ক'রে বাস্তব বিশ্বের প্রকাশ স্রষ্টার এক বিশেষ প্রবণতাকে ইঙ্গিত করছে। আর সেটি হল নারীবাদী ভাবাদর্শের প্রতি ঔপন্যাসিক নবনীতার ঝোঁক। সম্ভাব্য বিশ্বকে অঙ্কুরেই দমন ক'রে যে বাস্তব বিশ্বকে তিনি কাহিনিতে তুলে ধরেন, তাতে নারীর স্বাধীনমনস্কতা এবং স্বসিদ্ধান্তে জীবনের গতিপথ নির্ধারণের বলিষ্ঠতাই বারবার ফুটে ওঠে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 35*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 266 - 274*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

**৩.২. নবনীতা দেবসেনের আত্মজীবনীমূলক গল্পের বাস্তব বিশ্ব ও পাঠকের বোধ :** নবনীতার আত্মজীবনীমূলক গল্পগুলির মধ্যে যেগুলির বিষয় তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ পরবর্তী সময়ের সাংসারিক বিবিধ কর্মকাণ্ড, সেইসব গল্পের প্রধান চারটি চরিত্র – লেখিকা স্বয়ং, তাঁর বয়স্কা মা এবং তাঁর ছোট ছোট দুটি মেয়ে। এই পরিবারে কোনও পুরুষ সদস্য নেই। এইধরনের আত্মজীবনীমূলক গল্পের তালিকায় রয়েছে 'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের মাতৃয়ার্কি পর্বের বারোটি স্কেচ, 'পরীক্ষা', 'জীবে দয়া', 'নিমন্ত্রণরক্ষা', 'ভরতকথা', 'ভালোবাসা কারে কয়', 'আবার এসেছে আষাঢ়', 'মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর' প্রভৃতি গল্প।

উপরোক্ত গল্পগুলি পড়ার সময় পাঠকের বাস্তব বিশ্ব থেকে পাওয়া দুই ধরনের জ্ঞান সক্রিয় হয় –

(১) পুরুষবিহীন কোনও পরিবারের সমস্যাসঙ্কুল অবস্থা সংক্রান্ত জ্ঞান।

(২) নবনীতা দেবসেনের ব্যক্তিগত জীবনের বিবাহবিচ্ছিন্নতা পর্বের মানসিক যন্ত্রণা সংক্রান্ত জ্ঞান, যা তাঁরই বিভিন্ন সাক্ষাৎকার এবং প্রবন্ধ থেকে পাওয়া যায়। যেমন – কল্যাণ মৈত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকার[১২], সুদেষ্ণা বসুকে দেওয়া সাক্ষাৎকার[১৩], 'আমার রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ।[১৪]

দ্বিতীয়টির জ্ঞান সব পাঠকের না-থাকলেও প্রথমটির জ্ঞান প্রায় সব প্রাপ্ত বয়স্ক পাঠকের মধ্যে বিদ্যমান। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় চিরকাল মেয়েদের জন্য কেবল ঘরের কাজ এবং পুরুষদের জন্য বাইরের কাজ নির্ধারিত। যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যদিও মেয়েরা এখন বাইরের দুনিয়াতেও কর্মক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করছে, তবু আমাদের অধিকাংশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজপোষিত চিন্তাধারা প্রায়শই খুব বেশি প্রগতিশীল হতে পারেনি। এইরকম অবস্থায় কোনও একটি পরিবার যদি পুরুষশূন্য হয়, তবে সেই পরিবারের তথাকথিত অবলা নারীরা অতিশয় দুর্বিপাকে পড়বে, তাদের ভারি দিশাহারা অবস্থা হবে, এমনটাই আমাদের প্রত্যাশিত এবং শুধু প্রত্যাশিতই নয়, আমাদের চারপাশের বাস্তব বিশ্বে বেশিরভাগ সময় এমনটাই এখনো হতে দেখা যায়।

ওপরে উল্লিখিত গল্পগুলি নিঃসন্দেহে একেকটি হাস্যরসের ভাণ্ডার। কিন্তু একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে পাঠক গল্পগুলি পাঠকালে হাস্যরসে নিমজ্জিত হলেও, উপরোক্ত দুই ধরনের জ্ঞান এবং সংশ্লিষ্ট বাস্তব বিশ্ব সম্পর্কে বিস্মৃত হবেন না। বরং গল্পগুলি পড়তে পড়তে পাঠকের মনে বাস্তব বিশ্ব ও কাহিনির বাস্তব বিশ্বের নিরন্তর তুলনা চলতে থাকে এবং পাঠক যেন একধরনের বিস্ময় অনুভব করেন। কারণ, গল্পগুলির বিষয়, চরিত্রদের বাচনভঙ্গি, শব্দচয়ন কোনোকিছুই পাঠকের উপরোক্ত বাস্তব বিশ্বের জ্ঞানকে সমর্থন করে না। দুয়েকটি উদাহরণ দিলেই এটি স্পষ্ট হবে –

- মা বললেন – "খুকু, এই তো দিব্যি রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেছে। যা এইবেলা মেয়ের কাছে চট করে মোপেড চালানোটা শিখে নে বরং।" আমারও পছন্দ হল কথাটা। বয়েস হয়ে, মা দিনে ঘুমোন, রাতে জাগেন। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অনেক রাত্তির অবধি জেগে জেগে গুলতানি করি।[১৫]
- ভারতবর্ষে নাকি গণতন্ত্র চালু। এ বাড়িতে ঘোর রানীতন্ত্র। আগে একজন রাজামশাই ছিলেন, তিনিই ছিলেন মহারানীর মুখ্য প্রজা। আর গৌণ প্রজা ছিলাম আমি। এখন রাজামশাই নেই, মহারানী আছেন, আর আছেন তাঁর দুই সখী, দুটি খুদে রাজকন্যে। ট্রেনিং পিরিয়ড চলছে তাঁদের, আপাতত অ্যাপ্রেন্টিস আছেন। এঁরা রাজদণ্ড হাতে নিয়েই জন্মেছেন, তাই এঁদের ন্যাচারাল ওয়ানডার বলা যায়। তিনজনের কিন্তু মোট প্রজা মাত্র একটিই। আমি। গৌণ বলতেও আমি, মুখ্য বলতেও আমি। আমি আবার প্রজা বাই নেচার। প্রজা বাই বার্থ। বশংবদ, প্রভুভক্ত।[১৬]
- হোলনাইট প্রোগ্রামগুলো আমাদের মা-মেয়ের এখন যুগলবন্দী হয়ে গেছে। ঠিক লুচি ভাজার প্রসেসে কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। বেলা, ভাজা, খাওয়া। লুজশীটে আমি একটা একটা প্রশ্নের গরম গরম উত্তর লিখে এগিয়ে দিচ্ছি, আর শেষে লুফে নিয়ে একটা একটা প্রশ্নোত্তর কপাকপ গিলে ফেলছে।[১৭]

একটি পরিবার বলতে আমাদের সমাজ যা আশা করে তা হল, স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের সন্তান – পরিবারে এই তিন ধরনের সদস্য থাকবে এবং সেই সঙ্গে আরও কেউ-কেউ থাকতে পারে কিংবা নাও থাকতে পারে। কিন্তু নবনীতা এই সামাজিক প্রত্যাশার চেনা গণ্ডীর বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পারিবারিক চিত্র এঁকেছেন। তাঁর অঙ্কিত পারিবারিক চিত্রে কোনো পুরুষ নেই। সেখানে দেখা যায়, একজন অশীতিপর বৃদ্ধা, তাঁর একটি মধ্যবয়সী অধ্যাপক মেয়ে এবং স্কুল-কলেজে পড়া দুটি নাতনী – প্রথমজন বিধবা, দ্বিতীয়জন বিবাহবিচ্ছিন্না, তারপর দুজন অবিবাহিতা। আর আছে দুয়েকটি পোষ্য।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 35*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 266 - 274*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

পুরুষবিহীন সংসারে তাঁদের প্রাত্যহিকতার বিচিত্র ছবি ধরা আছে এইসব গল্পে। যেমন– মা-মেয়ের হালকা বাদানুবাদের দৃশ্য, দামী শাল চুরি যাওয়ায় মেয়ের খেদ প্রকাশ ও মায়ের তাকে সবকিছু 'পজিটিভলি' ভাবতে শেখানো, দুই নাতনী ও তাদের মায়ের সিনেমা দেখতে যাওয়া কিংবা চিনা রেস্টোরেন্টে নৈশভোজে যাওয়া, বাইরে থেকে ফুচকা খেয়ে আসায় "মা হয়ে পদে পদে এরকম অবিমৃষ্যকারিতার শিকার হলে সন্তানরাই বা কী শিখবে" ব'লে বৃদ্ধা মায়ের শাসন ইত্যাদি। এইসব গল্পে আমরা দেখেছি, একটা সংসার পুরুষহীন হলেও সেখানে কোনোকিছুর ঘাটতি নেই, জীবন তার নিজস্ব ছন্দে বয়ে চলছে। লেখিকার নিজের বক্তব্যেই এইসব গল্পের সারকথা উঠে এসেছে –

> "... একক মায়ের সংসারের ছবিটাও প্রচলিত ধারণার বিপরীতে গিয়ে, মেয়েদের শক্তির ছবি। তিন প্রজন্মের পরিবারে সবাই মেয়ে। পুরুষ নেই, তবুও কিন্তু তারা সুস্থ মনে, হাসিখুশি জীবনে, হইচই করে, খেটেখুটে, হোঁচট খেয়ে, দাঁড়িয়ে উঠে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে-বর্তে থাকতে পারে।"[১৮]

নবনীতা আসলে বাস্তব বিশ্বের ওপর কাহিনির বাস্তব বিশ্বকে চাপিয়ে দিয়ে (superimposed) পাঠকের জ্ঞানের ছক নবীকরণ (schema refreshment) করতে চেয়েছেন। বেশিরভাগের ধারণাতেই পরিবার মানে তা পুরুষযুক্ত এবং তা যদি না হয়, তাহলে সেই পারিবারিক পরিসর সদা দুঃখময়। কিন্তু এর বিপরীত চিত্রও যে সম্ভব, তা পাঠকের ধারণায় এনে দিয়েছেন নবনীতা। তিনি একটি বিকল্প পারিবারিক চিত্র উপস্থাপন করেছেন। সম্ভাব্য বিশ্ব, বাস্তব বিশ্ব সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনার অন্যতম বিশিষ্ট তাত্ত্বিক Ryan-এর মতে, -

> "The pragmatic purpose of counterfactuals is not to create alternate possible worlds for their own sake, but to make a point about AW."[১৯] (AW = Actual World)

নবনীতা কার্যত বাস্তব বিশ্বের এমনই একটা 'point' তৈরি করতে চেয়েছেন। তাই ওইসব গল্পের অন্তর্গত বাস্তব বিশ্ব পাঠককে ভাবতে শেখায় যে আমাদের চারপাশের বাস্তব বিশ্বেও এমনটা হওয়া সম্ভব। পুরুষহীন পরিবারও আর পাঁচটা পরিবারের মতোই রীতিমতো পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে পারে।

উল্লেখ্য, Cambridge Dictionary অনুযায়ী, 'superimpose' শব্দের অর্থ –

> "to put especially a picture, words etc. on top of something else, especially another picture, words etc. so that what is in the lower position can still be seen, heard, etc."[২০]

এবার চিত্র ১-এর সাহায্যে পাঠকের বোধে বাস্তব বিশ্বের ওপর গল্পগুলির অন্তর্গত বাস্তব বিশ্ব কীভাবে চেপে (Superimposed) আছে, তা দেখানো হল –

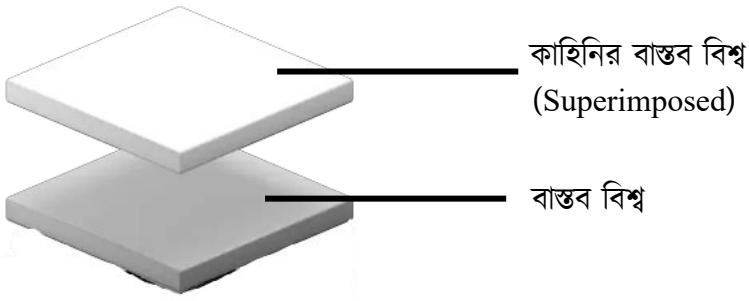


*চিত্র ১ : গল্প পাঠকালে পাঠকের পুরুষবিহীন পরিবারের সাংসারিক পরিসর সংক্রান্ত বোধ*

এভাবে পাঠকের বোধের জগতে বাস্তব বিশ্বের স্তরের ওপর যখন কাহিনির বাস্তব বিশ্ব চাপতে থাকে, তখন কিন্তু মোটেই বাস্তব বিশ্ব সংক্রান্ত পুরনো জ্ঞান তলিয়ে যায় না। বরং পাঠক দুটি বিশ্বকেই একসাথে বুঝতে থাকেন এবং তুলনা করতে থাকেন। গল্পের নির্মিত বাস্তব বিশ্ব আমাদের চারপাশের বাস্তব বিশ্ব থেকে কীভাবে ভিন্নধর্মী হয়ে উঠেছে, তা পাঠক বুঝতে পারেন এই Superimposition-এর মাধ্যমে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাহিনির বাস্তব বিশ্ব (Textual actual world)-এর Superimposition-এর তত্ত্ব নিয়ে আসেন R. Raghunath তাঁর "Possible Worlds Theory and Counterfactual

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 35*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 266 - 274*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

Historical Fiction" শীর্ষক গ্রন্থে।[২১] তবে সেটি ছিল প্রধানত বিপ্রতীপ ঐতিহাসিক আখ্যানের (Counterfactual historical fiction) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে দেখলাম, বাস্তব বিশ্বের ওপর কাহিনির বাস্তব বিশ্বকে চাপিয়ে দেওয়ার তত্ত্ব নবনীতা দেবসেনের আত্মজীবনীমূলক গল্পগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কাহিনিতে প্রদর্শিত বাস্তব বিশ্ব আসলে আমাদের জ্ঞাত বাস্তব বিশ্বের সাপেক্ষে একটি সম্ভাব্য বিশ্ব, যাকে ইচ্ছা করলেই আমরাও বাস্তবায়িত করতে পারি। পুরুষবিহীন সংসারও 'পরিপূর্ণভাবে বেঁচে-বর্তে থাকতে পারে'। এমন এক সূক্ষ্ম বার্তা যেন প্রতিটি গল্পের মাধ্যমে পৌঁছে যায় পাঠকের কাছে, যে-বার্তায় মিশে থাকে লেখিকার নিজস্ব নারীবাদী ভাবাদর্শ, যা নারীকে পুরুষের সঙ্গী হিসেবে নয়, বরং স্বাবলম্বী ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে বাঁচার আত্মপ্রত্যয় সঞ্চার করে।

**৪. সিদ্ধান্ত :** যদি আমাদের চারপাশের বাস্তব বিশ্ব (Actual World)-কে ১ ধরা হয়, তাহলে যেকোনও একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জ্ঞান বিশ্ব (Knowledge World)-এর পরিমাণ $\leq$ ১ হবে। অর্থাৎ, কোনও একজন ব্যক্তির পক্ষে চারপাশে যা কিছু বাস্তবায়িত হচ্ছে, তার থেকে কম পরিমাণ জানা সম্ভব অথবা খুব বেশি জানলে, যা কিছু বাস্তবায়িত হচ্ছে ততটাই জানা সম্ভব। যদিও দ্বিতীয়টির সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

আখ্যানের অন্তর্গত চরিত্র, ঘটনা, স্থান, কাল ইত্যাদি উপাদানের সাহায্যে লেখক যে আখ্যান-বিশ্ব পাঠকের সামনে হাজির করেন, সেই আখ্যান-বিশ্বকে বোঝার জন্য পাঠকের সহায়ক হয় তাঁর নিজস্ব বাস্তব বিশ্বের জ্ঞান। ফলে আখ্যানের অন্তর্গত উক্ত উপাদানগুলি স্বাভাবিকভাবেই পাঠক-ভেদে কখনো জ্ঞান সংরক্ষণ করে, কখনো বৃদ্ধি করে, কখনো-বা নবীকরণ করে। এভাবে পাঠকের পূর্বজ্ঞানের সাহায্যে আখ্যানকে ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য আসলে লেখকের নির্বাচিত আখ্যানকৌশল এবং আখ্যান কৌশলে নিহিত জীবনাদর্শের সংযোগকে মর্যাদা দেয়।

## Reference:

১. Stockwell, Peter. *Cognitive Poetics: An Introduction*. Routledge, 2002, pp. 92–93
২. Gavins, Joanna, and Gerard Steen, editors. *Cognitive Poetics in Practice*. Routledge, 2003, p. 86
৩. Gavins and Steen, *Cognitive Poetics in Practice*, 86
৪. Gavins and Steen, *Cognitive Poetics in Practice*, 86
৫. দেবসেন, নবনীতা, *ফিনিক্স*, ২য় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০১৫, পৃ. ১০
৬. দেবসেন, *ফিনিক্স*, ৬৭
৭. দেবসেন, *ফিনিক্স*, ৫১
৮. দেবসেন, *ফিনিক্স*, ২৫
৯. দেবসেন, *ফিনিক্স*, ২১
১০. দেবসেন, নবনীতা, *দ্বিরাগমন*, ৩য় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০১৭, পৃ. ২৯
১১. দেবসেন, *দ্বিরাগমন*, ৫২
১২. দেবসেন, নবনীতা, 'আলাপ : নবনীতা দেবসেন', সাক্ষাৎকার নিয়েছেন কল্যাণ মৈত্র, *আমার সময়*, বর্ষ ১, সংখ্যা ১১, ২০১০, পৃ. ১২-২৫
১৩. দেবসেন, নবনীতা, 'জীবনে অনেক পেয়েছি', সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সুদেষ্ণা বসু, *নানারঙের নবনীতা*, কলকাতা: পত্রভারতী, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ৩৮৭-৪০২
১৪. দেবসেন, নবনীতা, 'আমার রবীন্দ্রনাথ', *অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ ১: নবনীতা দেবসেন*, রাজীব সিংহ সম্পাদিত, প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ১০০-১০৮
১৫. দেবসেন, নবনীতা, "মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর," *গল্পসমগ্র ২*, ৫ম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭, পৃ. ১৩
১৬. দেবসেন, নবনীতা, 'মাতৃয়ার্কি', *গল্পসমগ্র ২*, ৫ম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭, পৃ. ২৬৩
১৭. দেবসেন, নবনীতা, 'পরীক্ষা', *গল্পসমগ্র ১*, ৭ম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ১৬২-১৬৩

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 35*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 266 - 274*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

১৮. দেবসেন, নবনীতা, 'জীবনে অনেক পেয়েছি', সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সুদেষ্ণা বসু, *নানারঙের নবনীতা*, পত্রভারতী, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ৩৯৮

১৯. Ryan, Marie-Laure, *Possible Worlds, Artificial Intelligence and Narrative Theory*. Indiana University Press, 1991, p. 48

২০. *Cambridge International Dictionary of English*. Cambridge University Press, 1995, s.v. 'superimpose'.

২১. Raghunath, Riyukta, *Possible Worlds Theory and Counterfactual Historical Fiction*. Palgrave Macmillan, 2020, p. 79